নীরবে ভেঙে যাচ্ছে শিক্ষার সেতুবন্ধ

এম এইচ রবিন
০৫ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

দুই বছর আগেও যারা নতুন স্বপ্ন বুকে নিয়ে মাধ্যমিকের বৈতরণী পার হয়েছিল, তাদের একটি বিশাল অংশ আজ উচ্চ মাধ্যমিকের আঙিনায় অনুপস্থিত। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৬ লাখ ৮১ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৯৮৯ জনই চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। অর্থাৎ নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের ৩৬.৪৩ শতাংশ মাঝপথেই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই নীরব মহাপ্রস্থান কেবল কয়েকটি পরীক্ষার খাতার পরিসংখ্যান নয়; এটি আমাদের জাতীয় সক্ষমতার ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার মতো এক অশনিসংকেত।

ঝরে পড়ার নেপথ্যে : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মধ্যবর্তী এই দুই বছর মূলত উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রধানতম সেতুবন্ধ। এখান থেকেই দেশের তরুণরা চিকিৎসা, প্রকৌশল, কারিগরি শিক্ষা কিংবা উচ্চতর গবেষণার দিকে

ধাবিত হয়। এই বুনিয়াদেই যদি লাখো তরুণ হারিয়ে যায়, তবে দীর্ঘমেয়াদে দেশের শ্রমবাজার ও উৎপাদনশীলতায় মারাত্মক শূন্যতা তৈরি হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে যে জনমিতিক সুবিধা বা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' ভোগ করছে, তা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা না গেলে অচিরেই বোঝা হয়ে উঠতে পারে।

এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে বিগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ সক্রিয় রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে আর শ্রেণিকক্ষে ফেরেনি।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, চব্বিশের অভ্যুত্থানে কিশোর-তরুণদের অংশগ্রহণ ছিল নজিরবিহীন। পরবর্তী সময়ে তাদের অনেকে ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় জড়িয়ে পড়ে পড়ালেখা থেকে দূরে সরে গেছে। পাশাপাশি সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের দুর্বল ভিত্তির কারণে অনেকে এই স্তরের কঠিন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। প্রকৃত কারণ জানতে সরকারকে গভীর অনুসন্ধান চালাতে হবে।

অর্থনৈতিক চাপ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা : অর্থনৈতিক সংকট এই ক্ষতে নুন ঢেলে দিয়েছে। তীব্র মূল্যস্ফীতি ও পারিবারিক আয় কমে যাওয়ার ফলে বহু অভিভাবক সন্তানের পড়ালেখার খরচ জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ফলে অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়েই অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলছেন অনেকে। একজন কলেজ শিক্ষক আহমেদ রফিক বলেন, 'আমাদের কলেজগুলোকে শুধু পরীক্ষাকেন্দ্রিক বানালে চলবে না। শিক্ষার্থীরা কেন ক্লাস থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, তা ট্র্যাক করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম আমাদের নেই। নজরদারি জোরদার করা আবশ্যক।'

বোর্ডের পরিসংখ্যানে চরম বিপর্যয় : আন্তঃশিক্ষা বোর্ড

সমন্বয় কমিটির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে। যেখানে দেশের শিল্পায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন, সেখানেই অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী (৫৪.৫৮%) মাঝপথে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এই হার ৩৩.০৪% এবং মাদ্রাসায় ৪৪.০৭%।

এই সংকটজনক পরিস্থিতি আমলে নিয়ে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এসএসসির মতো বড় পরীক্ষায় পাসের পর কেন শিক্ষার্থীরা এভাবে ঝরে গেল, তার মূল কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি।

অন্যদিকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামানও স্বীকার করেছেন যে, নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ ফরম পূরণ করেনি এবং এই সংকট উত্তরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আগে মূলত মেয়েরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ঝরে পড়ত। কিন্তু এখন ছেলেরাও উদ্বেগজনক হারে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কেউ কিশোর অপরাধে জড়াচ্ছে, কেউবা অনিশ্চিত কর্মসংস্থানে। এই অন্ধকার থেকে তরুণদের ফেরাতে পরিবার, শিক্ষক ও সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে।'

সংকটের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও উত্তরণ : সংশ্লিষ্টরা বলেন, বছরের পর বছর নীরবে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে লাখ-লাখ শিক্ষার্থী। এর প্রভাব কেবল একটি পরীক্ষার ফলাফলে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি গঠন, শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর গভীর ছাপ ফেলবে। তাই এই সংকটকে আর শুধু শিক্ষা খাতের সমস্যা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি এখন জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতি এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা সক্ষমতার প্রশ্ন।

তারা আরও বলেন, এই মহামারী রুখতে প্রতিটি জেলার তথ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট গবেষণা ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির আওতা বাড়ানো, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্রকে বড় বিনিয়োগ করতে হবে। এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে হারিয়ে যাবে আগামীর গবেষক, প্রকৌশলী ও চিকিৎসকরা, যা দেশের অগ্রযাত্রাকে স্থবির করে দেবে।

শিক্ষা